



কেউ জন্মগত জিনিয়াস তৈরি হয় না। জিনিয়াস বা বুদ্ধিমান হতে হলে পড়াশোনা করতে হয়। কিন্তু আপনি যে বুদ্ধিমান তা কি করে বুঝবেন। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে কিছু কমন লক্ষণ সব জিনিয়াসদের মধ্যে পাওয়া গেছে। তাই সেগুলো জিনিয়াস হওয়ার ১০ টি লক্ষণ সম্পর্কে জেনে নিন।

১. প্রশ্ন করা কি আপনার অভ্যাস?

আপনার মাথায় কি প্রশ্ন ঘোরাঘুরি করে? প্রশ্ন গুলোর উত্তরের জন্য আপনি কি কোন পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন? যেমনঃ বই পড়া, ইন্টারনেট থেকে ব্লগ বা আর্টিকেল দেখে অথবা ভিডিও দেখে উত্তর খোঁজা অথবা ছোট খাটো কোন রিসার্চ করে ফেলা কোন উত্তরের জন্য। এ গুলোর মধ্যে কোনো টি যদি আপনার মধ্যে থাকে, তবে হয়তো আপনি জিনিয়াস। আলবার্ট আইনস্টাইন নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, আমার কোন প্রতিভা নাই। আমার মনে প্রানে শুধুই উত্তরের খোঁজ। জেনে রাখবেন, আপনার মনে যদি কোন প্রশ্ন আসে। আর সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য অনেক বেশি কিছু জানতে ও শিখতে পারবেন।

২। আপনি কি নোংড়া?

ইউনিভার্সিটি অব মেনিটোবার কিছু রিসার্চ টিম কিছু স্টুডেন্টদের ২টি আলাদা ভাগে বিভক্ত করে। এদের একটি গ্রুপকে পরিষ্কার ঘরে এবং আর অন্য একটি গ্রুপকে নোংরা ঘরে পাঠিয়ে দেয়। ২টি গ্রুপকে নির্দেশ দেয়া হয়, টেবিল টেনিস খেলার বলের বিকল্প কিছু খুঁজে বের করার জন্য। কিছু সময় পর ২টি গ্রুপকে এক সাথে করা হয়। দেখা যায় যে, নোংরা ঘরের স্টুডেন্ট গুলো পরিষ্কার ঘরের স্টুডেন্টের থেকে বেশি ক্রিয়েটিভ আইডিয়া দিচ্ছে। অর্থাৎ আপনি আপনার ঘর বা পড়ার টেবিলকে দেখেন। যদি মনে হয়, সেটি পরিষ্কার করা আপনার কাম্য নয়। তবে হয়ত আপনিও একজন জিনিয়াস। তাই বলা যায় যে, নোংরা ওয়াকিং টেবিল ক্রিয়েটিভ আইডিয়াকে বাড়াতে সাহায্য করে পরিষ্কার ওয়াকিং টেবিলের তুলনায়।

৩। আপনি কি ভাট বকেন?

যে কোন বিষয়ে কি নিজের মূল্যবান মতামত জানাতে উঠে পড়ে লাগেন। তবে শুনে রাখুন, আপনার মধ্যে বুদ্ধিমত্তার একটি অভ্যাস রয়েছে। রিসার্চ থেকে পাওয়া গেছে, যে কোন বিষয়ে মতামত দিতে আসা ব্যক্তিদের ভোকাল অনেক শক্ত হয়ে থাকে। তারা অধিক তথ্য সব সময় সকলের কাছে প্রকাশ করতে না পারলেও তাদের যে কোন কথায় নাক গলানোর অভ্যাস প্রমান করে যে, তারা যে কোন বিষয়ে আংশিক কোন ধারণা রাখে। যা জিনিয়াসদের একটি বড় লক্ষণ।

৪। সেম অফ হিউমার:

যারা অহেতুক চিত্তা ভাবনা করে থাকে তারা প্রচুর বুদ্ধিমান। যারা যে কোন বিষয়ে বা কথা থেকে জোকস বানাতে পারে তারা সাধারণত জিনিয়াস। কারন যে কোন কথার ডাবল মিনিং বা জোকস ক্রিয়েট করতে কমপ্লেক্স ডিবিডি যুক্ত করতে হয়। শুধুমাত্র যাদের চিত্তা শক্তি প্রথর তারাই এটি করতে পারে। তাই জোকস কোন বোকামী নয়, এটি বুদ্ধিমানতাও প্রমান করে।

৫। আপনি কি অন্যদের প্রতি সেমসিটিভ?

পৃথিবীর প্রায় ৬০% মানুষ শুনতে ভালবাসে না। একে মেসোফোণিয়া বলা হয়। যার সোজাসুজি সম্পর্ক ক্রিয়েটিভিটির সাথে। কোন বন্ধু, কলিক বা ফ্যামিলি মেম্বার আপনার তুলনায় যে কোন কাজে যদি বেশি আওয়াজ করে তবে আপনি তার তুলনায় স্মার্ট। কারন স্মার্ট মানুষ আওয়াজ পছন্দ করে না।

৬। রাত মানে দিন:

আপনি কি রাত জাগা পেচার মতো। মানে আপনার অভ্যাস কি রাত জেগে কাজ করা। তবে আপনিও জিনিয়াস। শব্দ বুদ্ধিমানদের পছন্দ হয় না। তাই রাতের বেলায় শান্ত পরিবেশে নিজের কাজ বা পড়াশুনা করা জিনিয়াসদের অভ্যাস। সর রিসার্চে এটি প্রমানিত হয়। সাধারণত জিনিয়াস ব্যক্তির রাতে নিজের কাজ করে এবং দিনের অধিকাংশ সময় বিছানাতে কাটায়।

৮। কান্নাকাটি করেন:

অনেকে হয়তো এখন ছোট বেলার মতো কাদতে ভুলেন নি। যারা এটাকে বোকা বোকা ভাবে তারা জেনে রাখবেন, জিনিয়াসরাই বড় হয়ে কাদে। যেমন অ্যাপেল কোম্পানির সৃষ্টিকর্তাকে অনেক সময় ক্যামেরার সামনে কাদতে দেখা যায়। দুঃখের কান্না করা বা আনন্দের কান্না করা দুটোই আমাদের মানুষিক চাপ সৃষ্টি করা হরমনকে শরীরের বাইরে বের করে দেয়। তাই সেড মুভি দেখে বা ইমোসোনাল হ্যাপি মুভি দেখে কান্না করাটা বাচ্চাদের মত অভ্যাস নয়। বরং বুদ্ধিমানের অভ্যাস।

৮। ঘুমের আগে চিত্তা:

আপনি কি ঘুমের আগে চিত্তা করেন। ঘুমানোর আগে কি সারা দিনের সব কাজ গুলোর কথা চিত্তা করে দেখেন বা সব কাজের বিচার বিশ্লেষন করেন। মানে আপনি কি দিনের সমস্যা গুলোর সমাধান নিয়ে রাতে ভাবেন? অথবা আগত দিন গুলোতে আসা সমস্যা গুলো সমাধান করতে ব্যস্ত থাকেন ঘুম চোখে। তবে আপনি ও জিনিয়াসদের একটি অভ্যাস রপ্ত করে ফেললেন।

৯। কুড়েনী: আপনি কতটা কুড়ে?

সাধারণ জ্ঞান বলে জিনিয়াস তারা, যারা বলের তুলনায় বুদ্ধি বেশি প্রয়োগ করে থাকে। রিসার্চ থেকে পাওয়া গেছে, যে যত বেশি বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে তত বেশি ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। জিনিয়াসদের সব সময় মাথাতে কিছু না কিছু ঘুরতে থাকে। তাই কুড়ে হওয়াটা স্বাভাবিক। এর সঙ্গে জিনিয়াসরা নিজেদের চিত্তাতে এতটাই ব্যস্ত থেকে যে ছোট ছোট বিষয়ে জিনিসগুলো ভুলে যাওয়াটা তাদের সব থেকে বড় অভ্যাস।

১০। নিজের সাথে কথা:

আপনি কখনও নিজের সাথে বলতে বলতে ধরা পড়েছেন বা যখন একা থাকেন তখন কি আপনি নিজের সাথে কথা বলেন। যারা কঠিন সময়ে নিজের সাথে কথা বলে তারা নিজেদের সব থেকে বড় বন্ধু হয়ে থাকে। এক কথায় তারা নিজেকে ভালো ভাবে চিনে। ফলে কঠিন সময়ে নিজেই নিজেকে মোটিভেশন দিতে পারে। আর এতেই আসে সফলতা।